যুগান্তর

তারিখ 26 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

নানা সংকটের বেড়াজালে

বিঘ্নিত শিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষক সংকট প্রকট

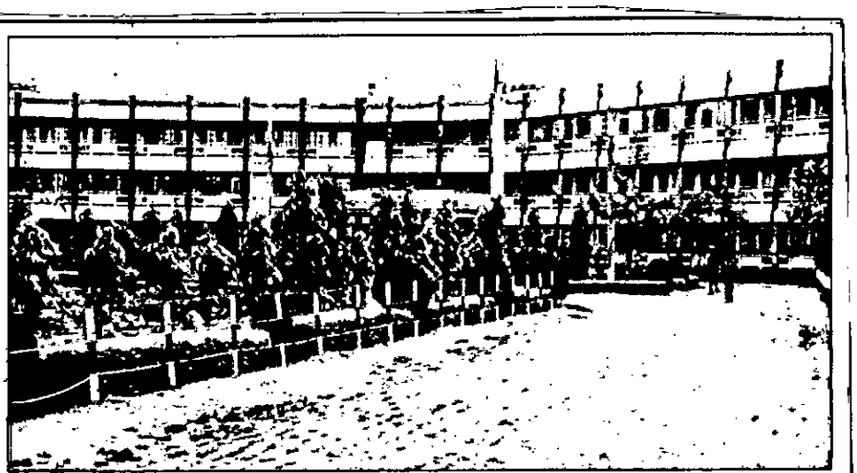

ত্রিশালে অবস্থিত কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় — যুগান্তর

অমিত রায়, *ময়মনসিংহ ব্যুরো*

আবাসন ও পরিবহন সমস্যাসহ নানা সংকটে ত্রিশালের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ। ফলে ব্যাহত হচ্ছে দেশের একমাত্র সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। কবির ১১১তম জন্মজয়ন্তীতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবাসিক ও পরিবহন সংকট নিরসনসহ নানা সমস্যার সমাধান চায় তারা।

কবি নজরুল ছেলেবেলায় যে বটতলায় বসে বাঁশি বাজাতেন কবির সেই স্মৃতি-বিজড়িত ত্রিশালের নামাপাড়া বটতলায় কোলাহলমুক্ত ২০ একর জমির ওপর প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের প্রথম ও একমাত্র সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ক্যাম্পাস আর কোলাহলমুক্ত পরিবেশে ৪টি বিভাগ নিয়ে (বাংলা ও সাহিত্য বিভাগ, ইংরেজি ও সাহিত্য বিভাগ, সঙ্গীত বিভাগ ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) ২০০৭ সালে প্রথম ব্যাচের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি, চারুকলা ও ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংসহ ৮টি বিভাগের ৪টি ব্যাচে প্রায় ১৩শ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

বর্তমানে প্রশাসনিক ভবন এবং কলা ও বিজ্ঞান ভবন নামে ২টি একাডেমিক ভবন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক ২টি হোস্টেল, শিক্ষকদের জন্য ২টি ডরমেটরি ও একটি অস্থায়ী লাইব্রেরি নির্মাণ করা হয়েছে, যা খুবই অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ৯৩ জন শিক্ষক, ২৫২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও সবই চলছে জোড়াতালি দিয়ে।

বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ৪৫ জন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৭৮ জন। প্রতিবছর ব্যতিক্রমী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য কয়েক হাজার শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে ৪টি ব্যাচের ১৩শ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২টি আবাসিক হলে ঠাঁই মিলেছে মাত্র ১৯০ শিক্ষার্থীর। বাকিদের আশ্রয় মিলেছে ত্রিশাল সদরে ও ময়মনসিংহ শহরের মেসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ত্রিশাল সদর থেকে একটু দূরে হওয়ায় প্রতিদিন ভাড়া করা ২টি বাসে এসব শিক্ষার্থীর যাতায়াত খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। প্রায়শ চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এছাড়া প্রতিবছর শিক্ষার্থী ও ক্লাসের সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষক সংখ্যা ও শ্রেণীকক্ষ। শ্রেণীকক্ষ সমস্যার কারণে একটি ব্যাচের ক্লাস শেষ হতে না হতেই আরেকটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের সামনে ভিড় জমায়।

শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল বিষয়গুলোর জন্য ইন্টারনেট সুযোগ-সুবিধা খুবই জরুরি। কিন্তু এখানে বিদ্যুৎ সমস্যা প্রকট। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে ২১টি বিভাগ খোলার নিমিত্তে ৫০ একর ভূমির ওপর প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণের জন্য ২২৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এখানে একটি কালচারাল ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা হবে। যে ইনস্টিটিউশন থেকে পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রি অর্জন সম্ভব হবে।